নৃসিংহেত্যাদীনি। গুণবিড়ম্বনানি ভক্তবৎসল্যেত্যাদীনি। কর্ম্মবিড়ম্বনানি গোবর্দ্ধন-ধারণাদীনি চ। ৩।৯ ॥ ব্রহ্মা শ্রীগর্ভোদকশায়িনম্ ॥ ১৫২ ॥

পূর্ব্বে যেমন পরমপদ প্রাপ্তিতে শ্রীভগবদ্‌ভক্তির পরম্পরারূপে কারণ দেখান হইয়াছে, তেমনই ভক্তির আভাসেরও সর্ব্বপাপ ক্ষয় করিয়া শ্রীবিষ্ণু-পদপ্রাপ্তির কারণত্ব দেখান হইতেছে। বৃহন্নারদীয়ে উল্লেখ আছে—মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া দুইজন লোক নিজকে কোকিল অভিমানে একটি দণ্ডে বস্ত্রখণ্ড বান্ধিয়া তাহা হাতে লইয়া উন্মত্তভাবে একটি ভগ্ন বিষ্ণুমন্দিরে নৃত্য করিতেছিল। সেই নৃত্যের ফলে শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে ধ্বজারোপণ করিলে যে ফললাভ হইয়া থাকে, এই মাতাল ব্যক্তিদ্বয়ও তাদৃশ ফললাভ করিয়াছিল। অপর উল্লেখ আছে যে—একটি পক্ষী ব্যাধকর্ত্তৃক শরবিদ্ধ হইয়া ভূমিতে পতিত হইলে কোনও একটি কুক্কুর ঐ পক্ষীটিকে মুখে লইয়া শ্রীবিষ্ণুমন্দির পরিক্রমজনিত ফললাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। কোনও স্থানে ভক্তির আভাসেও মহাভক্তির ফলপ্রাপ্তির উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন নরসিংহ পুরাণে, মহাভাগবত শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় পূর্ব্বজন্মে জনৈকা বেশ্যার সহিত বিবাদ করিয়া অজ্ঞাতভাবে নৃসিংহ চতুর্দ্দশী দিবসে উপবাস ও জাগরণ করিয়াছিলেন। সেই ফলে তিনি প্রহ্লাদরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তির আভাসেই যে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হইয়া শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, সেবিষয়ে ৩।৯ অধ্যায়ে শ্রীব্রহ্মা গর্ভোদকশায়ী ভগবানকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন—হে প্রভো! যে ব্যক্তি সমস্ত জীবনে কখনও তোমার নাম স্মরণ করে নাই, অথচ কেবল প্রাণান্ত সময়েও যদি কোনও কারণবশতঃ নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমার অনন্ত নামের মধ্যে যে কোনও একটি নাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সেই নামোচ্চারণকারী ব্যক্তিমাত্র তৎক্ষণাৎ অনেক জন্ম সঞ্চিত পাপরাশি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বোপাধিশূন্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানকেই লাভ করিয়া থাকে। এই প্রকারে নাম উচ্চারণমাত্রেই যে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং শ্রীভগবানকে লাভ করে, তাহার প্রতি কারণ প্রত্যেক শ্রীভগবৎ-অবতারের যে ক্ষমতা আছে, সেই সেই অবতারের নামসমূহেরও তাদৃশ ক্ষমতা আছে; যেহেতু শ্রীনাম ও নামীতে কোনও প্রভেদ নাই। শ্রীভগবদ-অবতারগণও যেমন জীবের অবিদ্যা বিনাশ করিয়া নিজের স্বরূপ প্রাপ্তি করাইয়া থাকেন, শ্রীনামেরও তেমনি সামর্থ্যবিশেষ আছে। বরঞ্চ শ্রীনামী হইতে শ্রীনামের ক্ষমতাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। মূল শ্লোকে উল্লিখিত "অবশঃ" পদের অর্থ যে অনিচ্ছা করা হইয়াছে, তাহা সমীচীনই হইয়াছে। কারণ অমরসিংহ বশ